আম

আম বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও উপাদেয় ফল। আমকে ফলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ। বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই আমের চাষ হয়। জলবায়ু ও মাটির অধিক উপযোগিতার কারণে উৎকৃষ্ট মানের আম উৎপাদন প্রধানত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সব অঞ্চলে অনেক পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস আম। তবে বর্তমানে চাষোপযোগী উন্নত জাত উদ্ভাবিত হওয়ায় এসব অঞ্চলের বাইরে অন্যান্য জেলাতেও বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদন শুরু হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে আমের মোট উৎপাদন প্রায় ৮.২৮ লক্ষ মে. টন। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিমান ও ব্যবহার বৈচিত্রে আম তুলনাহীন। পাকা আমে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন বা ভিটামিন 'এ' এবং খনিজ পদার্থ থাকে। ভিটামিন 'এ'-এর দিক থেকে আমের স্থান পৃথিবীর প্রায় সকল ফলের উপরে।

ফলসহ আমের গাছ

আমের জাত

বারি আম-১ (মহানন্দা)

'বারি আম-১' প্রতিবছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাত। আমের এই আগাম জাতটি বাংলাদেশে চাষ করার জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতার আকৃতি লম্বাটে।

পুষ্পমঞ্জরীর আকৃতি পিরামিডের মত। ফল প্রায় গোলাকার। ফলের গড় আকার দৈর্ঘ্য ৭.৬ সেমি, প্রস্থ ৬.৭ সেমি, পুরুত্ব ৫.৯ সেমি। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় হলদে। ফলের ওজন ১৯০-২১০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%) এবং শাঁস ফলের ৭০%। ফলের খোসা পাতলা ও মসৃণ।

প্রতিবছর নিয়মিত ফল দেয়। মাঘ মাসে (মধ্য-জানুয়ারি হতে মধ্য-ফেব্রুয়ারি) গাছে ফুল আসে। ফল আহরণের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় সপ্তাহ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৭০০-৮০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫ টন। বাংলাদেশে সর্বত্রই মহানন্দা চাষ করা যায়। তবে ফলের বোঁটা শক্ত ও ঝড়ো হাওয়া সহনশীল বিধায় দেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মহানন্দা রপ্তানিযোগ্য জাত বলে এর বাগান করে বেশি লাভবান হওয়া যায়।

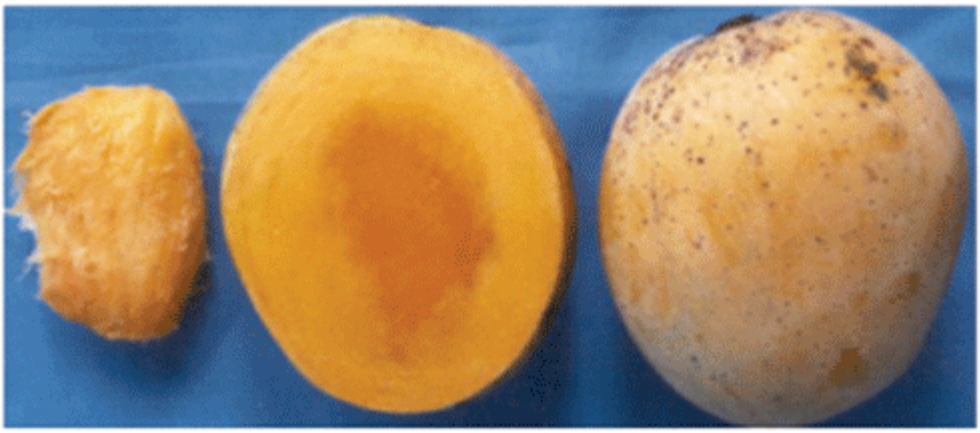

বারি আম-১ (মহানন্দা)

বারি আম-২

'বারি আম-২' প্রতিবছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রঙ্গিন উচ্চ ফলনশীল জাত। দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের আম দেখতে খুবই আকর্ষণীয়, ত্বকের রং গাঢ় হলদে। এ জাতের আম কেটে ফালি করে খাওয়া যায়। 'বারি আম-২' জাতটি মাঝ-মৌসুমী। ফুল আসার সময় ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ (মধ্য-ফেব্রুয়ারি)। ফল আহরণের সময় আষাঢ়ের ১ম সপ্তাহ (জুনের ৩য় সপ্তাহ)।

ফলের আকৃতি উপবৃত্তাকার। ফলের গড় আকার দৈর্ঘ্য ৯.৭৫ সেমি, প্রস্থ ৭.২৫ সেমি এবং পুরুত্ব ৬.১০ সেমি। ফলের ওজন ২৪০-২৬০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও কম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৭.৫০%) এবং শাঁস ফলের ৬৯%। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও মসৃণ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২২ টন। জাতটি বাংলাদেশে সর্বত্রই চাষের উপযোগী। এটি একটি রপ্তানিযোগ্য জাত।

বারি আম-২

বারি আম-৩ (আম্রপালি)

দেশের আম জগতে আম্রপালি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবর্তন। বিদেশ থেকে সংগৃহীত জাতটি বাংলাদেশের জলবায়ুতে উপযোগিতা যাচাইয়ের পর চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাড়া। পাতার আকৃতি ডিম্বাকার বর্ষাকৃতির, পুষ্পমঞ্জরীর আকৃতি পিরামিডের মত। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির হয়। ফলের গড় আকৃতি দৈর্ঘ্য ৮.৩ সেমি, প্রস্থ ৬.০ সেমি এবং পুরুত্ব ৫.৮ সেমি। পাকলে হলুদাভ সবুজ রং ধারণ করে। ফলের ওজন ২১০-২২০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় কমলা রঙের হয়। ফল পাকলে সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত বেশ মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩.৪০%) হয়। আঁশহীন, মধ্যম রসালো, শাঁস ফলের ৭১%। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও মসৃণ।

প্রতিবছর ফলদানকারী নাবী জাত। ফুল আসে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ), ফল আহরণের সময় আষাঢ়ের ৩য় সপ্তাহ (জুলাইয়ের ১ম সপ্তাহ)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের উপযোগী।

বারি আম-৩

বারি আম-৪ (হাইব্রিড আম)

দীর্ঘদিন চেষ্টা করে সংকরায়ণের মাধ্যমে 'বারি আম-৪' নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ হাইব্রিড জাতটি উদ্ভাবনে ফ্লোরিডার এম-৩৮৯৬ জাতটিকে পুরুষ ও দেশীয় আশ্বিনা জাতটি স্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৩ সালে অনুমোদন লাভ করে।

এটি নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল, মিষ্টি স্বাদের নাবী জাত। ফজলী আম শেষ হওয়ার পর এবং আশ্বিনা আমের সাথে অর্থাৎ মধ্য শ্রাবণ থেকে শ্রাবণের শেষে (জুলাই শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট ১ম সপ্তাহ) এ জাতের আম পাকে। আশ্বিনা আম বড় হলেও খেতে টক ভাবাপন্ন বিধায় তেমন কদর নেই। অথচ 'বারি আম-৪' এর ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকৃতি, শাঁস হলদে, খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৪.৫%)। এ জাতের আম কাঁচা অবস্থাতেও খেতে মিষ্টি। আমের শাঁস দৃঢ় হওয়ায় পাকার পরও বেশ কয়েকদিন ঘরে সংরক্ষণ করা সম্ভব। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে বর্ণের, আঁশহীন ও রসালো। আঁটি ছোট ও খোসা পাতলা, শাঁস ফলের ৮০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের উপযোগী।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড)

বারি আম-৫

দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য ২০১০ সালে 'বারি আম-৫' নামে অনুমোদন করা হয়। এটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। আমের বাণিজ্যিক জাত গোপালভোগেরও আগে পাকে। আমের আহরণ মৌসুম দীর্ঘায়িত করতে জাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গাছ বড় ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে (মে মাসের ৩য় সপ্তাহ) ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (২৩০ গ্রাম), ডিম্বাকার, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি (১৯% ব্রিক্সমান), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি আম-৫

বারি আম-৬

'বারি আম-৬' বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি মধ্য-মৌসুমী জাত। প্রদর্শণীর মাধ্যমে সংগ্রহ করে নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি নিয়মিত ফলধারী একটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মধ্যম আকৃতির ও মধ্যম খাড়া।

ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির, মধ্যম আকারের, গড় ওজন-২৮০ গ্রাম, লম্বায় ৯.৯ সেমি ও প্রস্থে ৯.৫ সেমি, পুরুত্বে ১১.৩ সেমি, পাকা ফলের রং হলুদাভ সবুজ, চামড়া পাতলা ও শাঁসের রং হলুদ, স্বাদে মিষ্টি (টিএসএস ২১%), শাঁস আঁশবিহীন, আঁটির ওজন ৪০ গ্রাম, খোসার ওজন ৪২ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭২% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬ টন।

বারি আম-৬

বারি আম-৭

বারি আম-৭

'বারি আম-৭' বিএআরআই উদ্ভাবিত একটি রঙিন মাঝ মৌসুমী জাত। স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি সুস্বাদু, উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলধারী জাত। অত্যন্ত আকর্ষণীয় রং ও ভাল গুণাবলীর জন্য এ জাতের আম বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে।

গাছ মধ্যম আকৃতির, মধ্যম ছড়ানো। আমের বাণিজ্যিক জাত ল্যাংড়ার পরে পাকে। ফল গোলাকার, আকারে মধ্যম, গড় ওজন ২৯০ গ্রাম, লম্বায় ৯.৫ সেমি ও প্রস্থে ৮.১ সেমি, পুরুত্বে ৬.২ সেমি। পাকা ফলের রং লাল আভাযুক্ত হলুদ ও শাঁসের রং হলুদ। স্বাদ হালকা মিষ্টি (টিএসএস ১৮%), শাঁস হালকা আঁশবিহীন, আঁটির ওজন ৩৩ গ্রাম, খোসার ওজন ৩২ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৭% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা খুব ভাল (৯-১১ দিন)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৭

বারি আম-৮

'বারি আম-৮' বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বহুভ্রূণী (পলিএম্ব্রায়োনিক) নাবী জাত। পাহাড়ী এলাকা হতে সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলধারী জাত।

বারি আম-৮

গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও ছড়ানো। প্রতিবছর ফল দেয় এবং জাতটি ফজলী আমের সাথে পাকে। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির, আকারে মধ্যম, গড় ওজন ২৭০ গ্রাম, লম্বায় ১১.৩ সেমি ও প্রস্থে ৭.০ সেমি, পুরুত্বে ৬.০ সেমি, পাকা ফলের রং হলুদাভ সবুজ, চামড়া পাতলা ও শাঁস কমলা বর্ণের, স্বাদ মিষ্টি (টিএসএস ২২%), শাঁস আঁশ বিহীন, আঁটির ওজন ২৬ গ্রাম, খোসার ওজন ৫০ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭০% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা অন্যান্য জাতের তুলনায় ৫-৭ দিন বেশি, জাতটি পলিএম্ব্রায়োনিক হওয়ায় বীজ থেকে মাতৃ গুণাগুণ সম্পন্ন চারা উৎপাদন করা যায়। দেশের সব এলাকায় এমনকি ঝড় প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলেও চাষোপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৮

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা)

প্রতিবছর ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১১ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। গাছ বড় ও মধ্যম খাড়া। মাঘ মাসে গাছে মুকুল আসে এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগে কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার জন্য ফল আহরণ উপযোগী হয়।

উপবৃত্তাকার এ ফলের গড় ওজন ১৬৬ গ্রাম, কাঁচা ফলের শাঁস সাদা, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১১%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%। সাত বছর বয়স্ক গাছে হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৩৫ টন। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা)

বারি আম-১০

উচ্চ ফলনশীল, মাঝ মৌসুমী জাত। প্রতিবছর নিয়মিত ফল ধরে। ১০-১২ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ২৯০টি ফল ধরে যার ওজন ৭২.৫ কেজি। ফল আঁশ বিহীন এবং খুব মিষ্টি (টিএসএস ১৬%)। ফল মাঝারী আকৃতির এবং গড় ওজন ২৫০ গ্রাম।

ফল ওভাল আকৃতির এবং পাকা ফল হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হল জুনের ২য় সপ্তাহ। ফলের শাঁস গাঢ় হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ শতকরা ৬৪ ভাগ। এ জাতের আমে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি আম-১০

আমের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি

চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। এক বছর বয়স্ক সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই) এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর)।

চারা রোপণের দূরত্ব

৮ থেকে ১০ মিটার।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার ১ মি. × ১ মি. × ১ মি.।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ
জৈব সার	২০-৩০ কেজি
টিএসপি	৪৫০-৫৫০ গ্রাম
এমওপি	২০০-৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-২৩০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম

চারা রোপণ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারার গোড়ায় মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্ধে
গোবর (কেজি)	১৫	২০	২৫	৩০	৪০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২৫০	৫০০	৭৫০	১০০০	১৫০০	২০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০	৭৫০	১০০০
এমওপি(গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৪০০	৫০০	৮০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিংক সালফেট(গ্রাম)	১০	১০	১৫	১৫	২০	২৫
বরিক এসিড	২০	২০	৩০	৩০	৪০	৫০

উল্লিখিত সার ২ ভাগ করে প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট এক বছর পর পর প্রয়োগ করলেই চলবে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় মুকুল বের হওয়ার ৩ মাস আগে থেকে সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। আমের মুকুল ফোঁটার শেষ পর্যায়ে ১ বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আবার ১ বার বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছের প্রধান কাণ্ডটি যাতে সোজাভাবে ১ থেকে ১.৫ মিটার ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাছের গোড়ার অপ্রয়োজনীয় শাখা কেটে ফেলতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার শেষে মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা কেটে দিতে হয়।

গাছের মুকুল ভাঙ্গন

কলম গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

গাছে কিছু সংখ্যক আমের বোঁটার নিচের ত্বক যখন সামান্য হলুদাভ রং ধারণ করে অথবা আধাপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরম্ভ করে তখন আম সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। গাছ ঝাকি দিয়ে আম না পেড়ে ছোট গাছের ক্ষেত্রে হাত দিয়ে এবং বড় গাছের ক্ষেত্রে জালিযুক্ত বাঁশের সাহায্যে আম সংগ্রহ করা ভাল।

অন্যান্য পরিচর্যা

আমের হপার পোকা ও এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন

শোষক পোকা (হপার) এবং এনথ্রাকনোজ রোগ আমের প্রধান শত্রু। বিভিন্ন পর্যায়ে এরা আমের ক্ষতি করে থাকে। তবে মুকুল অবস্থায় ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে শতভাগ ফসল বিনষ্ট হতে পারে। মুকুল আসার সময় শোষক পোকা (হপার) এবং এনথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণে ফুল ঝরে যায়।

আমের হপার পোকা

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত আম

প্রতিকার

পরাগায়ণ নিশ্চিত করতে হবে। আমের মুকুল এসেছে কিন্তু ফুল ফোঁটার পূর্বেই অর্থাৎ পুষ্পমঞ্জরী ছড়ার দৈর্ঘ্য ৫-১০ সেমি হয় তখন প্রতি লিটার পানিতে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুশ/ফেনম/বাসাথ্রিন) ১০ ইসি ১ মিলি এবং টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে একবার এবং তার একমাস পর আরেকবার গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আমের ভোমরা পোকা দমন

আমের ভোমরা পোকার কীড়া আমের গায়ে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খায়। সাধারণত কচি আমে ছিদ্র করে এর ভিতরে ঢুকে এবং ফল বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য বাইরে থেকে আমটি ভাল মনে হলেও ভিতরে কীড়া পাওয়া যায়। একবার কোন গাছে এ পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বছরই সে গাছটি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্তী গাছসমূহে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত কলমের আম গাছে এ পোকার আক্রমণ কম হয়।

প্রতিকার

- মুকুল আসার পূর্বে পৌষ-মাঘ মাসে সম্পূর্ণ বাগান বা প্রতিটি আম গাছের চারদিকে ৪ মিটারের মধ্যে সকল আগাছা পরিষ্কার করে ভালভাবে মাটি কুপিয়ে উল্টে দিলে মাটিতে থাকা উইভিলগুলো ধ্বংস হয়।
- আম সংগ্রহের পর গাছের সমস্ত পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে।
- ফলের মার্বেল অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস/ফেনম/ বাসাথ্রিন) ১০ ইসি মিশিয়ে গাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অন্যান্য প্রযুক্তি

অনুন্নত আম গাছকে উন্নত জাতে রূপান্তর

টপ ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে অনুন্নত আম গাছকে সহজেই উন্নত জাতে রূপান্তরিত করা যায়। এ জন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুন্নত আম গাছের সমস্ত প্রশাখা কেটে দিতে হবে। জুন-জুলাই মাসে কর্তিত প্রশাখা থেকে উৎপন্ন ডালসমূহে ভিনিয়ার/ক্লেফট পদ্ধতিতে উন্নত জাতের কলম করতে হবে। কলমের নিচ থেকে কুশি বের হলে সেগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। এভাবে ২-৩ বছরের মধ্যে অনুন্নত আম গাছটি উন্নত জাতে রূপান্তরিত হবে।

গরম পানিতে আম শোধন

গাছ থেকে আম সংগ্রহের পর পরই আম ৫২-৫৫° সে. তাপমাত্রায় গরম পানিতে ৫-৭ মিনিট ডুবিয়ে শোধনের মাধ্যমে বোঁটা পচা ও এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন করে আমের সংরক্ষণকাল অতিরিক্ত এক সপ্তাহ বাড়ানো যায় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ করা সম্ভব। গরম পানিতে আম শোধনের একটি যন্ত্রও (হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ যন্ত্রের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা ও শোধনের সময় ঠিক রেখে প্রতি ঘন্টায় ১ টন আম শোধন করা যায়। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় প্রতি কেজি আমের শোধন খরচ ৪০-৫০ পয়সা।

শোধনকৃত আম অশোধনকৃত আম